ত্রিপুরার বাংলা কবিতা সংকলন ও পত্রিকা: একগুচ্ছ খুমপুই ফুল

ড.মৃণালকান্তি দেবনাথ

অতিথি শিক্ষক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতার আগে ত্রিপুরায় লেখালেখি তেমনভাবে দানা উঠতে পারেনি যে এর প্রধান কারণ,লেখা প্রকাশের উপযুক্ত পত্রিকার অপ্রতুলতা।স্বাধীনতার আগে বা পরে এখানকার প্রায় কোনো কবিই স্থান পাননি পশ্চিমবঙ্গ যেতে প্রকাশিত আধুনিক কবিতার সংকলনগুলিতে ।

ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত আধুনিক কবিতার প্রথম সংকলন ' প্রান্তিক ' প্রকাশিত হয়১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। সংকলনটি সম্পাদনা করেছিলেন কবি সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ ও খগেশ দেববর্মণ।সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ , করবী দেববর্মণ , অশোককান্তি দাশগুপ্ত , সত্যব্রত চক্রবর্তী (কল্যাণব্রত চক্রবর্তী),কিরণশংকর রায় , খগেশ দেববর্মণ,প্রদীপ চৌধুরী প্রমুখ কবিসহ এগারোজনের কবিতা নিয়ে প্রান্তিক প্রকাশিত হয়।

'প্রান্তিক' প্রকাশের তিন বছর পরে প্রকাশিত হয় অজয় রায়ের সম্পাদনায় 'গান্ধার' পত্রিকা । যার মাত্র তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হলেও কবিতার রাজ্যে নিজের স্থান রাখতে সমর্থ হয়েছিল ।কাছাকাছি সময়েই প্রবীর দাশ ও শ্রীবাস ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্য সংকলন 'এক আকাশ তারা' প্রকাশিত হয়েছিল । এই সময়েই প্রকাশিত হতে শুরু করে প্রদীপ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'স্বকাল' পত্রিকা । কবিতাকে গতানুগতিকতার পথ থেকে সরিয়ে আনার কাজটি এই পত্রিকাই আরম্ভ করেছিল । ১৯৬৬ সালে এসে প্রকাশিত হয় কবিতার জন্য প্রথম সুসম্পাদিত পত্রিকা ' নান্দীমুখ ',যার সম্পাদক এ রাজ্যের অন্যতম প্রধান কবি স্বপন সেনগুপ্ত । এরপর দীর্ঘ সময় ধরে প্রকাশিত হয়েছে 'নান্দীমুখ' যার পাতায় পশ্চিম বাংলা ও উত্তরপূর্বের অধিকাংশ কবির কবিতাই প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৭০ বঙ্গাব্দে (১৯৬০ খ্রিঃ) উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর থেকে কবি পীযূষ রাউতের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'জোনাকি' পত্রিকা।ষোল বছরে অনিয়মিতভাবে তেরোটি সংখ্য প্রকাশিত হয় 'জোনাকি'র।আসাম , বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কবিরাও সমৃদ্ধ করেছিলেন এই পত্রিকা।উত্তরপূর্বের কবিদের পাদপ্রদীপের আলোয় এনেছিল পীযূষ রাউত সম্পাদিত এই 'জোনাকি'-ই।এই পত্রিকাটি প্রকৃত অর্থেই সে সময় উত্তর-পূর্বের কবিদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হতে পেরেছিল ।

ত্রিপুরায় কাব্য আন্দোলনে প্রথম বড়ো তরঙ্গবিক্ষোভ সৃষ্টি করে স্বপন সেনগুপ্ত সম্পাদিত কবিতা সংকলন 'দ্বাদশ অশ্বারোহী'।এই সংকলনে স্থান পেয়েছে রণেন্দ্রনাথ দেব,বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, পীযূষ রাউত,মানস দেববর্মণ,প্রদীপবিকাশ রায় , শঙ্খপল্লব আদিত্য,মানিক ধর,স্বপন সেনগুপ্ত প্রমুখ কবির কবিতা।

কাছাকাছি সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল 'নীল পাহাড় সোনালী ঢেউ' নামের কাব্য সংকলন। সম্পাদনাহীন এই গ্রন্থটি একঝাঁক নতুন কবির সঙ্গে পরিচিত করায় ত্রিপুরার পাঠকদের। শ্রীবাস ভট্টাচার্য , মৃণাল পাল , ধীরেন বসাক , আশিস সিংহ প্রমুখ কবি সেদিন এই সংকলন এবং পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে সোচ্চারে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিয়েছিলেন । মৃণালকান্তি কর সম্পাদনা করতেন 'সীমান্তপ্রকাশ' নামে পত্রিকা । এই পত্রিকাতেও সমকালীন কবিদের লেখালেখি প্রকাশিত হত।

১৯৭০ সালে মিনি পত্রিকা রূপে 'পৌণমী ' প্রকাশিত হয় । ত্রিপুরায় এটিই প্রথম মিনি পত্রিকা। যা পরে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যপত্ররূপে রাতুল দেববর্মণ ও নিলিপ পোদ্দারের সম্পাদনায় ছাব্বিশ বছর ধরে প্রকাশ পায়।১৯৭৯-এ প্রকাশিত হয় ' পূর্বমেঘ সাহিত্যপত্র সুনির্বাচিত কবিতা সংকলন'। সম্পাদক রামেশ্বর ভট্টাচার্য। এর সাত বছর পর কল্যাণব্রত চক্রবর্তী ও স্বপন সেনগুপ্তের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'গঙ্গা - গোমতী'।এটিও কবি ও কবিতা নির্বাচনের দক্ষতায় পাঠক সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করে । এই সময়ের আরেকটু গুরুত্বপূর্ণ কবিতা সংকলন 'বক্ষস্থলে নিবিড় জোনাকি' – বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী ও কল্যাণব্রত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশ পায়।এই সংকলনগুলোতে ছয় - সাত এবং আট— এই তিন দশকের কবিরাই স্থান পেয়েছেন ।

১৯৮৫ সালে শুধু সাতের দশকের কবিদের নিয়ে পৌণমী প্রকাশনীর কর্ণধার গল্পকার নিলিপ পোদ্দার সম্পাদনা করেন কবিতা সংকলন ' জেগে থাকি অনন্তকাল' ।১৯৯১-এ কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় শিশিরকুমার সিংহের সম্পাদনায় 'ত্রিপুরার আধুনিক কবিদের স্বনির্বাচিত সংকলন'। শিশিরকুমার সিংয়ের এই সংকলন পূর্ববর্তী অনেক সংকলনের তুলনায় ভেতরের সম্পদ এবং বাইরের চেহারায় অনেক পরিকল্পিত এবং উন্নত।এই সংকলনটি উৎসর্গ করা হয়েছে দুই কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে । এর ভূমিকায় সংকলক জানিয়েছেন- 'এখানে আধুনিক কবিতারচর্চা শুরু হয়েছে চল্লিশের দশকে । তবে জোয়ার আসে ষাট ও সত্তরের দশকে।বর্তমান সংকলনে যাঁদের কবিতা সংকলিত হয়েছে , তাদের কেউ কেউ ষাট বছর অতিক্রম করেছেন আবার কেউ মাত্র একুশ। কেউ বা চল্লিশ বছর ধরে কবিতা লিখে আসছেন আবার কেউ বা মাত্র পাঁচ-সাত বছর।ফলে গত চল্লিশ বছরে এখানকার বিভিন্ন সময়ের কবিদের কবিতার মধ্যে যে ভাব-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে তার আস্বাদ পাওয়া যাবে বর্তমান সংকলনের কবিতাগুলিতে।'১এই সংকলনে সংকলিত প্রথম কবিতা তখনকার সময়ের প্রবীণতম এবং অধুনা প্রয়াত রমাপ্রসাদ দত্তের। আর শেষ কবি তরুণতম প্রবুদ্ধসুন্দর কর।এই সংকলনে ত্রিপুরার একচল্লিশজন কবির প্রত্যেকের দুটো করে মোট বিরাশিটি কবিতা সংকলিত হয়েছে।

১৯৯৩-এ রূপক দেবনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ত্রিপুরায় বাংলা কবিতা : ১৪০৭-১৯৯২'। রাজমালার কবি থেকে শুরু করে একেবারে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের কবি পর্যন্ত এই সংকলনে ধারাবাহিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।এই সংকলনে ত্রিপুরার একাশি জন কবির ১২৮ টি কবিতা সংকলিত হয়।কোনো কবির একটি,কারো দুটি আর অনেক কবির তিনটে করেও কবিতা সংকলিত হয়েছে এই সংকলনে।এতে ' প্রাক - স্বাধীনতা পর্ব ' এবং ' স্বাধীনোত্তর পর্ব এই দুটি বিভাগ করে কবিতা সংকলিত হয়েছে।সংকলনটি আরম্ভ হয়েছে রাজমালার কবি শুক্রেশ্বরের কবিতা দিয়ে।তিনি ছাড়া 'প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন যথাক্রমে শেখ মহদ্দিন , রামগঙ্গা মাণিক্য, মনোহর আলি,মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য , কৈলাশচন্দ্র সিংহ,মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য , অনঙ্গমোহিনী দেবী,রেহেন্নদ্দিন,নরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা,কমলপ্রভা দেবী,অজিতবন্ধু দেববর্মা , বিধুভূষণ ভট্টাচার্য এবং মহম্মদ আবদুল মতিন। এছাড়া এই পর্বের বাকি কবিরা স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের হলেও আসলে এই সংকলনের স্বাধীনোত্তর পর্ব অংশ শুরু হয়েছে সলিলকৃষ্ণ দেববর্মনের তিনটি কবিতা দিয়ে।বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী , রণেন্দ্রনাথ দেব,অপরাজিতা রায়,করবী দেববর্মণ থেকে শুরু করে তরুণতম কবি অশোক দেব , মধুমিতা নাথ,অর্পিতা আচার্যের কবিতা উপস্থিত এর মধ্যে।এর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অনেক সংকলনেই ত্রিপুরার মফস্বলের অধিকাংশ কবিই অনুপস্থিত।কিন্তু রূপক দেবনাথের সংকলনে তুলনামূলকভাবে অপ্রচারিত এই কবিদের একাধিক কবিতা সংকলিত হয়েছে।এমন একাধিক কবির কবিতাও স্থান পেয়েছে যাদের কবিতা আর অন্য কোনো সংকলনেই অন্তর্ভূক্ত হয়নি।সব মিলিয়ে 'ত্রিপুরার কবিতা ১৪০৭-১৯৯২' সংকলনটি ত্রিপুরার কবিতার ইতিহাসে আলাদাভাবে চিহ্নিত হবার দাবি রাখে।

১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'পুবের হাওয়া' কাব্যসংকলন।এই সংকলনের সম্পাদক জহর চক্রবর্তী।সংকলনে পঞ্চান্নজন কবির ১৭৫ টি কবিতা সংকলিত হয়েছে । প্রত্যেক কবিরই তিন থেকে পাঁচটি করে কবিতা সংকলিত হবার ফলে এর মধ্যে বৈচিত্র্যেরও সৃষ্টি হয়েছে।ভূমিকার সংকলক জানিয়েছেন-

'আমাদের এই সংকলন ত্রিপুরার সব কবির প্রতিনিধিত্বকারী—এ দাবি আমরা করি না। তবে আগের সংকলনগুলো থেকে আমাদের এই সংকলনগ্রন্থ অনেক বেশি ঐশ্বর্যের ফসলে পরিপূর্ণ,নিঃসংকোচে এই দাবি আমরা করতে পারি।আমরা এই সংকলনে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন মতের কবিদের যথার্থ সম্মানজনক স্থান প্রদানের পাশাপাশি প্রগতিশীল সমস্ত কবিদের যথাযোগ্য স্থান দেবার চেষ্টা করেছি।এই সংকলনে সলিলকৃষ্ণ,বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী,অনিল সরকারের মতো প্রতিষ্ঠিত কবিদের পাশাপাশি তুলনায় অনেক নবীন এবং অনামি কবিদেরও স্থান দেওয়া হয়েছে।'২

১৯৯৯ সালে স্বপন সেনগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা'।এই সংকলনে স্থান করে নিয়েছিলেন ত্রিপুরা ও আসামের কবিরা।একবিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতেই ২০০২ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও রাতুল দেববর্মণের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ত্রিপুরার কবিদের কবিতার পাণ্ডুলিপি সংকলন 'যেভাবে কবিতা লিখি'।বাইশজন কবির হাতের লেখায় সমৃদ্ধ ছিল সংকলনটি।একেবারে সাম্প্রতিকালেও প্রকাশিত হয়েছে একাধিক কবিতা সংকলন । খেয়াল করলে দেখা যায়,সেই 'প্রান্তিক' থেকে শুরু করে বর্তমান দশকের কবিতা সংকলনে কিছু নির্দিষ্ট কবিই ঘুরে ফিরে আসছেন । ত্রিপুরার কবিতাচর্চায় আগ্রহী কবির অভাব না থাকলেও ভালো কবিতার যে অভাব রয়েছে এই সংকলনগুলো মিলিয়ে পড়লেই বিষয়টা ধরা পড়ে। আবার দেখা যায় অধিকাংশ কবিই অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে কবিতার জগতে প্রবেশ করলেও শেষ পর্যন্ত নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পারেন না।তাই এই কবিতা সংকলনগুলোর বাইরে পরবর্তীকালে অনেককে আর খুঁজে পাওয়া যায় না!

পত্রপত্রিকা আর কবিতা সংকলন প্রকাশের ব্যাপারে ত্রিপুরায় সাতের দশক এক আলো ঝলমলে দশক।বেশ কয়েকটি কবিতা পত্রিকা এবং সংকলনগ্রন্থ এই সময়ে প্রকাশিত হয়।শুরু হয় গ্রুপ সেঞ্চুরি আন্দোলন।১৯৭৯-৮০ - এর সময়কালে এই আন্দোলন ত্রিপুরায় নিয়ে আসে নতুন উন্মাদনা।ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে সাহিত্যবিষয়ক মুখপত্র 'ধ্বনিপ্রান্তর '।নকুল রায়কে কেন্দ্র করে কৃত্তিবাস চক্রবর্তী , সন্তোষ রায় , রামেশ্বর ভট্টাচার্য,সুবিনয় দাশ,শুভেশ চৌধুরী প্রমুখ কবি এই আন্দোলনকে তীব্র মাত্রা দান করেন।প্রায় একই সময়ে কৃত্তিবাস চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'আলোকবর্ষ ' পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে।অন্য কবিদের মধ্যে সন্তোষ রায়ের 'শব্দস্নান' সুবিনয় দাশের 'প্রতীক'ও এই সময়ে প্রকাশিত হয়।

কাছাকাছি সময়েই শুভেশ চৌধুরীর সম্পাদনায় ' নান্দনিক ' পত্রিকা বেরোতে থাকে। নান্দনিক বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করে । এর মধ্যে ১৯৭০-১৯৯০ সালের ত্রিপুরার বাংলা কবিতা নিয়ে নান্দনিক প্রকাশ করে একটি উজ্জ্বল সংখ্যা । নান্দনিক'এর এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯২ সালের জুলাই মাসে । এই সংখ্যার আমন্ত্রিত সম্পাদক কৃত্তিবাস চক্রবর্তী। এই বিশেষ সংখ্যার প্রথম কবিতা বিজনকৃষ্ণ চৌধুরীর ' যে নদীর পারে ' এবং 'বাংলার ছবি আঁকো তুমি যে যামিনী রায় ' কবিতা দুটি । এই সংখ্যায় ত্রিপুরার প্রায় সব প্রতিষ্ঠিত কবির কবিতাই স্থান পেয়েছিল। সলিলকৃষ্ণ দেববর্মণ , করবী দেববর্মণ , অপরাজিতা যায়,খগেশ দেববর্মণ , কল্যাণব্রত চক্রবর্তী , রণেন্দ্রনাথ দেব,অশোককান্তি দাশগুপ্তের কবিতা স্থান পেয়েছিল এই সংখ্যার 'ত্রিপুরার বাংলা কবিতা ১৯৬১-১৯৭০' নামক বিভাগে । তারপরে ' ১৯৭১-১৯৮০ সময়ের কবি হিসেবে এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন মিহির দেব , প্রদীপ চৌধুরী , সাধন সাহা , প্রদীপবিকাশ রায় , স্বপন সেনগুপ্ত এবং পীযূষ রাউত । আর 'ত্রিপুরার বাংলা কবিতা ৮১ থেকে ৯০' অংশে নকুল রায় , সেলিম মুস্তাফা , অসীম দস্তরায় , সন্তোধ রায় , দীপঙ্কর সাহা , সুবিনয় দাশ , নকুল দাস , রাতুল দেববর্মণ , সনজিৎ বণিক এবং পল্লব ভট্টাচার্যের কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । এই বিশেষ সংখ্যাটির সর্বশেষ বিভাগ ' নব্বই দশক ' - এ ছিল হিমাদ্রী দেব , কিশোররঞ্জন দে , রামেশ্বর ভট্টাচার্য , প্রদীপদত্ত চৌধুরী,দেবাশীষ চৌধুরী,শুভেশ চৌধুরী , সমরজিৎ সিংহ , অশোক দেব , দিলীপ দাস , প্রবুদ্ধসুন্দর কর , জাফর সাদেক , স্বাতী ইন্দু আর মাধব বণিকের কবিতা।ত্রিপুরার কবিতার ইতিহাসের এই বিশেষ যুগ ধরে কবিতা প্রকাশের সঙ্গে এই সংখ্যায় সংযোজিত হয়েছিল ' ত্রিপুরার বাংলা কবিতার রূপ - রূপান্তর:ষাট থেকে নব্বই' শীর্ষক একটি আলোচনা ।যাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রজন্মের কবিদের থেকে অংশ নিয়েছিলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য , কল্যাণব্রত চক্রবর্তী , সমরজিৎ সিংহ , সেলিম মুস্তাফা , কৃত্তিবাস চক্রবর্তী ও শুভেশ চৌধুরী । ' নান্দনিক পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটির মতো আগে এবং পরে আর কোনো পত্রিকার কোনো সংখ্যা এমনভাবে প্রকাশিত হয়নি ।

প্রবুদ্ধসুন্দর কর ও অশোক দেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত ' বাংলা কবিতা ' পত্রিকাটি ত্রিপুরার কবিতার এক উজ্জ্বল মাইলফলক । শুধু কবিতার জন্য এমন সুসম্পাদিত ও সুপরিকল্পিত পত্রিকা সমগ্র বাংলা ভূমিতেই বিরল । সন্তোষ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'জলজ' প্রকাশের ধারাবাহিকতা এখনো অক্ষুণ্ণ রেখেছে । এছাড়া আগরতলা এবং অন্যান্য জেলা ও মহকুমা থেকে নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে । যা ত্রিপুরার কবিতাকে নিয়মিত আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিচ্ছে। শঙ্খশুভ্র দেববর্মণের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ত্রিপুরার কবিতা : প্রেম ও প্রতিবাদে' সংকলনটি সমালোচকদের যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে । প্রবুদ্ধসুন্দর করের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'উত্তর - পূর্বের তরুণ কবিদের শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতা' এখানকার কবিতার একটি আকর গ্রন্থ হয়ে উঠেছে।এই কবিতাপত্রিকা ও কাব্য সংকলনগুলো একদিকে যেমন ত্রিপুরার কবিতাকে আশ্রয় নিয়ে বিকশিত করেছে অন্যদিক আবার বৃহৎবঙ্গের পাঠকদেরও ত্রিপুরার কবিতার

সঙ্গে পরিচিত করিয়েছে ।'প্রান্তিক' থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত ত্রিপুরার কাব্য সংকলনগুলো পাঠ করলে এখানকার কবিতার বিবর্তনটিও উপলব্ধি করা যায়।

স্বপন সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' আগরতলা থেকেই প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ সালে । এই সংকলনে ত্রিপুরা - বরাক - ব্রহ্মপুত্র মিলিয়ে মোট ছত্রিশজন কবির কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে । সংকলনের প্রথম কবি বরাকের করুণাসিন্ধু দে আর শেষ কবি ত্রিপুর অশোক দেব।অনেক বছর আগে 'দ্বাদশ অশ্বারোহী ' কবিতা সংকলনে সংকলক- সম্পাদক স্বপন সেনগুপ্তের যে দক্ষতা মেধার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল এখানেও তিনি এই সুনামের প্রতি সুবিচার করেছেন । সংকলনের ভূমিকায় তিনি যা লিখেছেন তা উত্তরপূর্বের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক আজও ।লিখেছেন—

'মুখশ্রী নয় , নীলিমা নয় , নদীর জলে গ্রীবা নামানো কোন বিকেলবেলা নয - অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভবের পোড়াগন্ধে ঝলসানো পরিশুদ্ধ পঙ্‌ক্তিমালা উত্তর পূর্বাঞ্চলের কবিতা...।'৩

সমসময়ের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন কবির কবিতা এই বইয়ে নেই দেখে সামান্য অবাক হতে হয়।তবে একটা ব্যাপারে সম্পাদক গর্ব করতেই পারেন।তা হল , তিনি এমন কোনো কবিকে এই সংকলনে স্থান দেননি যিনি পরবর্তী কালে কবিতায় থাকেননি ।

অনেক সময় কয়েকজন কবি মিলে নিজেদের উদ্যোগেও কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন । ২০০৪ সালে বিশালগড় থেকে প্রকাশিত আকবর আহমেদ সম্পাদিত এবং পাঁচ কবি ' এখনই একটি সংকলন । এই সংকলনে প্রবীর চক্রবর্তী , আব্দুল আলীম , আকবর আহমেদ , অপাংশু দেবনাথ এবং পঙ্কজ বণিক- এই পাঁচ তরুণ- তরুণতর কবির বেশ কিছু কবিতা সংকলিত হয়েছে । সংক্ষিপ্ত ভৌগোলিক পরিসরে বাস করা এই পাঁচজন কবি প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে সম্ভাবনার প্রতি সুবিচার করেছেন ।

১৯৮৫ সালে আগরতলা থেকে প্রকাশিত কল্লোল দত্ত সম্পাদিত 'উড়ে যায় স্বর্ণমেঘ' আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন।অনঙ্গমোহিনী দেবী থেকে আরম্ভ করে তখনকার তরুণতর কবি পল্লব ভট্টাচার্য পর্যন্ত মোট চল্লিশজন কবির কবিতা এ সংকলনে রয়েছে । প্রত্যেক কবির মাত্র একটি করে কবিতা সংকলনভূক্ত হলেও অতি সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কবি পরিচিতি সংকলনটির গুরুত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ভূমিকায় সম্পাদক জানিয়েছেন-

'এই সংকলনের প্রাসঙ্গিতার প্রশ্নে কারোর দ্বিমত পোষণ করার কথা নয় । এই সংকলনে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি ত্রিপুরার বিস্মৃতপ্রায় কয়েকজন কবি থেকে শুরু করে মৃত ও জীবিত সব প্রধান কবিদের তাদেরই স্ব - নির্বাচিত কবিতাসহ।এই সংকলন প্রস্তুত করার সময় আমার মনে হয়েছে- এক বিশেষ অঞ্চলের সমাজজীবন ও ভৌগোলিকতার বৈশিষ্ট্য এখানকার কবিদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট প্রভাব ফেলতে পারেনি।'৪

চলমান শতাব্দীতে আগরতলা - শিলচর গুয়াহাটি ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ কবিতা সংকলন। ২০০৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'ব্রহ্মপুত্র(অসম) উপত্যকার বাংলা কবিতা ও কবি : লুইত পারের বাংলা কবিতা ও কবি ' সংকলনটি । এটা ঠিক যে বরাক বা ত্রিপুরা থেকে যে পরিমান কবিতাসংকলন প্রকাশিত হয়েছে সে তুলনায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় হয়নি । তার পেছনে অনেক বাস্তবগ্রাহ্য কারণও আছে। প্রসূণ বর্মণ ও সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরী সম্পাদিত এই সংকলনটি সেই অভাব অনেকটাই পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে।সংকলনটিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে 'ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবি ও কবিতা এবং কাব্যচর্চার ইতিহাস' শীর্ষক বাসব রায়ের আলোচনাটি।অমলেন্দু গুহ'র কবিতা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে ভূগোল নির্দেশিত এই সংকলনটি । একটা বিষয় খুব আকর্ষক লাগে যে,এর মধ্যে সংকলিত বেশিরভাগ কবিতাই স্থানিক অনুষঙ্গে রচিত।এমন লেখা এই নির্দিষ্ট ভূগোলের বাইরে বাস করা কারো পক্ষে লেখা অসম্ভব।নিজদেশে পরবাসী হয়ে থাকার ফল যে বেদনার সৃষ্টি করেছে এই ভূখন্ডের বাসিন্দাদের মানে - তার স্পষ্ট ও সরাসরি উচ্চারণ শোনা যায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবিদের কবিতায়।জাদুর দেশ আসাম এই মানুষদের কাছে পরবাস নয়।অথচ বারবার এঁদের নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে । শিকার হতে হয়েছে রাজনীতির ঘোলাজলের মাছ ব্যবসায়ীদের।কুমার অজিত দত্তও স্বরের আড়ালে শ্রুতি থেকে উত্তর পূর্বের কবিতা নিয়ে একটি সমৃদ্ধ সংকলন প্রকাশ

করেছিলেন । ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল কমল সাহা , বিশ্বজিত নন্দী এবং হেলালুজ জামান সম্পাদিত 'গারো পাহাড়ের বাংলা কবিতা' সংকলনটি । চৌদ্দজন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে এই বইয়ে ।

বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতা সংকলনটি প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে অমিতাভ দেবচৌধুরী ও তমোজিৎ সাহা'র যৌথ সম্পাদনায়।বরাক উপত্যকায় এতদিন ধরে যে বাংলা কবিতার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য তৈরি হয়েছে তার অনেকটাই প্রকাশ করতে পেরেছে এই কবিতা সংকলনটি । সংকলনের প্রারম্ভে যুক্ত অমিতাভ দেবচৌধুরীর লেখা ' বরাক উপত্যকার বাংলা কবিতা একটি ভূমিকা ' শীর্ষক রচনাটি গ্রন্থটিকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে । প্রাচীন নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যামের কবিতা দিয়ে আরম্ভ হয়েছে এই কবিতা সংকলন। এইভাবে ক্রমপর্যায়ে মোট একান্নজন কবির কবিতা বিন্যস্ত হয়েছে এ সংকলনে।উত্তরপূর্বের বাংলা সাহিত্যচর্চার তিন কেন্দ্রে থাকা কবিদের সৃষ্টির দিকে তাকালে মনে হয় বরাকের কবিরা অনেক বেশি নিসর্গসংলগ্ন । আধুনিকতার নামে তারা মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হননি কখনোই।এই আলো রৌদ্রের পরে এমন আরেকটি সুসম্পাদিত কবিতা সংকলনের প্রয়োজন ছিল সাধারণ পাঠকের জন্যও । এটি সংকলনটি একই সঙ্গে বোদ্ধা ও রসিক পাঠক— প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।

উত্তরপূর্ব ভারতে বাংলা কবিতার যত সংকলন হয়েছে তার মধ্যে ধারে ও ভারে প্রসূন বর্মণ,প্রবুদ্ধসুন্দর কর ও অমিতাভ দেবচৌধুরী সম্পাদিত 'উত্তর - পূর্বের বাংলা কবিতা' সংকলনটি স্বাতন্ত্রে চিহ্নিত । শুধু পরিপাটি ছাপার জন্য নয় কবি ও কবিতা নির্বাচনেও সম্পাদকত্রয় মুন্সিয়ানার পরিচয় নিয়েছেন । বরাক ব্রহ্মপুত্র - ত্রিপুরা মিলিয়ে মোট আটাত্তরজন কবির কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে । সম্পাদকীয় গদ্যটি স্বল্প পরিসর হলেও প্রাসঙ্গিক।

'যে কোনও বাঙালিরই মানসভুবন কলকাতা আর দেশভাগ বাস্তুচ্যুত বাঙালির শিকড়ভুবন পূর্ববঙ্গ। যে কোনও বাঙালি কবিরই নান্দনিক জগৎ কলকাতায় , সেখান থেকে ইশারা আসে , খবর আসে । সেখানকার আলো - হাওয়ায় কেলাসিত হয়ে বহির্বিশ্ব তার কাছে এসে ধরা দেয়।...এই মানস পৃথিবীর ফাঁদ থেকে মুক্তি পেয়েছে উত্তর - পূর্বের বাংলা কবিতা তার আশ্চর্য ভূগোলাচেতনায়।'৫

আকবর আহমেদ ও প্রবুদ্ধসুন্দর কর সম্পাদিত 'ত্রিপুরার বাংলা কবিতা' সংকলনটি ২০১৭ সালে আগরতলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে । সম্পাদকদ্বয় খুব যত্ন করে প্রায় বিস্মৃত হয়ে যাওয়া কবিদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন এই বইয়ে।বীরচন্দ্র মাণিক্য বা অনঙ্গমোহিনী দেবী কিংবা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের কবি কল্যাণব্রত বা শঙ্খপল্লবকে নিয়ে যে চর্চা হয় এ রাজ্যে তার তুলনায় স্বাধীনতা সমকালীন— যাদের অনেকে পাঁচের দশকের কবি বলেন,সেই কবিদের অধিকাংশ সংকলনেই উপেক্ষিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এই গ্রন্থে বিধুভূষণ ভট্টাচার্য ,এম আব্দুল মতিন এর মতো কবিদেরও গুরুত্বপূর্ণভাবে স্থান দেয়া হয়েছে।কোনও সংকলনই সম্পূর্ণ হয় না! কিন্তু তার মধ্যেও এই সংকলনটির সম্পূর্ণতার সীমার কাছাকাছি পৌঁছোতে পেরেছে । ত্রিপুরায় বাংলা কবিতা চর্চার বিষয়ে অনঙ্গমোহিনী থেকে একেবারে হালের কবি পর্যন্ত— একটি প্রাথমিক ধারণা এই সংকলনটি পাঠে লাভ করা সম্ভব।আকবর আহমেদ ও প্রবৃদ্ধসুন্দর কর এখানে সম্পাদনার সুনামের প্রতি সুবিচার করেছেন।

আগরতলা , শিলচর বা গুয়াহাটি — উত্তরপূর্বে বাংলা সাহিত্য - সংস্কৃতি চর্চার প্রধান তিন কেন্দ্র থেকেই একাধিক বৈভবময় কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে । এর বাইরে এ অঞ্চলের কবিতা নিয়ে বাংলাদেশ থেকেও কবিতা সংকলন প্রকাশের প্রয়াস হয়েছে । ত্রিপুরার গ্রামীণ জনপদ কুলাই থেকে জহর দেবনাথের সম্পাদনায় আমবাসা ও কমলপুর মহকুমার কবিদের কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি সমৃদ্ধ কবিতা সংকলন 'উপত্যকার কবিতা'। বাংলা কবিতার ভুবন এইভাবেই প্রতিদিন নিজেকে বিস্তৃত করে চলেছে এখানে।

এ জাতীয় সংকলনের মতো এমন সংকলন নিয়ে আলোচনাও সম্পূর্ণ করা বলা যেতে পারে অসম্ভব! বৃহৎ ভূগোলের পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে - ছিটিয়ে থাকায় এই আলো হাওয়া রৌদ্রের সব কবিতা সংকলন সংগ্রহ করাও দুরূহ । অনেক সংকলন আবার অধুনা দুষ্প্রাপ্য । এই অঞ্চলের সাহিত্যের জন্য শুধু আলাদা কোনও সংগ্রহশালা থাকলে হয়তো এই অভাব মিটত । আশা রাখি এই অঞ্চলে আরও অনেক স্বচ্ছল কাব্য সংকলন প্রকাশিত হবে । তার সাথে পুরনো সমৃদ্ধ সংকলনগুলি পুনঃপ্রকাশেও সম্পাদক-প্রকাশকরা উদ্যোগী হবেন । এমনটা হলে বাংলা সাহিত্যের লাভ ছাড়া ক্ষতি হবে না ।

উল্লেখপঞ্জি

১.সিংহ,শিশিরকুমার ,ভূমিকা , ত্রিপুরায় আধুনিক কবিদের স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন , দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা , প্রথম প্রকাশ- ১৯৯১ ।

২.চক্রবর্তী , জহর ,পুবের হাওয়া , কলকাতা , প্রথম প্রকাশ -১৯৯৪ ।

৩. সেনগুপ্ত , স্বপন , উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা , পৌণমী প্রকাশন , আগরতলা , প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৯।

৪.দত্ত,কল্লোল , উড়ে যায় স্বর্ণমেঘ , আগরতলা , প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৫।

৫.বর্মণ,প্রসূন,কর,প্রবুদ্ধসুন্দর,দেবচৌধুরী,অমিতাভ,উত্তরপূর্বের বাংলা কবিতা,ভিকি পাবলিশার্স , গুয়ায়াটি , প্রথম প্রকাশ:মে, ২০১৫ ।

সহায়কগ্রন্থ

১.চক্রবর্তী , জহর ,পুবের হাওয়া , কলকাতা , প্রথম প্রকাশ -১৯৯৪ ।

২.দত্ত,কল্লোল , উড়ে যায় স্বর্ণমেঘ , আগরতলা , প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৫।

৩.বর্মণ,প্রসূন,কর,প্রবুদ্ধসুন্দর,দেবচৌধুরী,অমিতাভ,উত্তরপূর্বের বাংলা কবিতা,ভিকি পাবলিশার্স , গুয়ায়াটি , প্রথম প্রকাশ:মে, ২০১৫ ।

৪.রায়,অপরাজিতা,একক পাঠে ত্রিপুরার সাহিত্যসন্ধান,সৈকত প্রকাশন,আগরতলা,প্রথম প্রকাশ:ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

৫.শিশিরকুমার ,ভূমিকা , ত্রিপুরায় আধুনিক কবিদের স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন , দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা , প্রথম প্রকাশ- ১৯৯১ ।

৬. সেনগুপ্ত , স্বপন , উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা , পৌণমী প্রকাশন , আগরতলা , প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৯।